R. N. No. 2532/57 Ph. : 266228 (P.), 267228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. WB/MSD-05

আধুনিক ডিজাইনের আলমারী, চেয়ার, টেবিল, খাট, সোফা ইত্যাদি যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)
প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৯৩শ বর্ষ
৩২ সংখ্যা
রঘুনাথগঞ্জ ১১ই পৌষ, বুধবার, ১৪১৩ সাল ।
২৭শে ডিসেম্বর ২০০৬ সাল ।
নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

ভুলে ভরা প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা নিয়ে জাতির ভবিষ্যৎ গড়ার মহড়া চলছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : প্রথম শ্রেণী থেকে চতুর্থ শ্রেণীর সব বিষয়ের পরীক্ষায় পুরোপুরি ভুলে ভরা প্রশ্নপত্রেই গত ১৮ থেকে ২৩ ডিসেম্বর '০৬ প্রাইমারী স্কুলগুলোতে সেকেন্ড টার্মিন্যাল পরীক্ষা শেষ হলো । বিভিন্ন স্তরের মাতব্বরদের অনুশীলনে এইসব প্রশ্নপত্র তৈরী হলেও পঠন-পাঠনের কোন নিয়ম সেখানে মানা হয়নি বলে অনেক শিক্ষকের অভিযোগ । আপাদমস্তক ভুলে ভরা প্রশ্নপত্রের ত্রুটি ঢাকতে প্রশ্নকর্তারা শুদ্ধিপত্র তৈরী করে প্রত্যেকটা স্কুলে পাঠান । পরীক্ষা কক্ষে পড়ুয়াদের স্বার্থে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে অনুরোধও জানান । দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক তৈরীর ক্ষেত্রে শিক্ষককূলের একনিষ্ঠ কর্তব্য পালনের কিছু নমুনা—২য় শ্রেণীর (মাতৃভাষা শ্রশ্নপত্রে হবে প্যালারাম, ছাপা হয়েছে গ্যালারাম । ৩য় শ্রেণীর (মাতৃভাষা) প্রশ্নপত্রে ছাপা হয়েছে (শেষ পৃষ্ঠায়)

প্রণব মুখার্জীর হস্তক্ষেপে ঘোষেদের গায়ের জোরে চরের ফসল কাটা আপাততঃ বন্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের পদ্মার চরের বিস্তীর্ণ এলাকায় এখন কলাই কাটার অপেক্ষায় । জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জী এবং জেলা পরিষদ সদস্য মহঃ আখরুজ্জামানের পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরী 'ফসল বাঁচাও কমিটি' সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর সহযোগিতায় এবার ফসল রক্ষায় তৎপর । এতদিন গায়ের জোরে কলাই কেটে নিত, গরু মোষ চড়িয়ে সব নষ্ট করে দিত । ফসল পাকার পর ক্ষমতাসীন দলের মদতপুষ্ট সেকেন্দ্রার ঘোষেরা এবারও বীরেন ঘোষ, জিতু ঘোষের লোকজন চরে ফসল কাটার সুযোগ খুঁজতে থাকে । এদের প্রতিরোধে গত ২৩ ডিসেম্বর রঘুনাথগঞ্জ থানার আই সি, জঙ্গিপুর ফাঁড়ির বড়বাবু, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী ও ফসল বাঁচাও কমিটি-র লোকজন বাধা দেয় এবং মাঠে নামতে দেয় না । খবর চলে যায় সাংসদ প্রণব মুখার্জীর কাছে । এর প্রেক্ষিতে গত ২৪ ডিসেম্বর এস ডি ও, এস ডি পি ও, রঘুনাথগঞ্জ-২ এর (শেষ পৃষ্ঠায়)

সরকার নির্দিষ্ট লেবেল, মেসিন মেড বিড়ি ও ভ্যাট চালুর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে মহিলার ঢেউ

অসিত রায় : বিড়ি শ্রমিক, ছোট-বড় সমস্ত মালিক, শ্রমিক সংগঠন এবং বিড়ি শিল্পের সাথে যুক্ত শ্রম দরদী প্রায় হাজার পাঁচেক পুরুষ-মহিলার এক মিছিল রঘুনাথগঞ্জ ম্যাকেঞ্জি পার্ক থেকে পদযাত্রা শুরু করে শহর ঘুরে মহকুমা শাসক অফিস প্রাঙ্গণে সমবেত হয় গত ২২ ডিসেম্বর । টোব্যাকো অ্যাক্ট ২০০৪/২০০৬, বিড়ির উপর ১২.৫% হারে ভ্যাট ও মানুষের হাতে তৈরী বিড়িকে মেসিন মেডে ফেলে আবগারী (শেষ পৃষ্ঠায়)

জনশতাব্দী এক্সপ্রেস এই লাইনেই চলবে

নিজস্ব সংবাদদাতা : ২০৬৫ জনশতাব্দী এক্সপ্রেস মালদা-আজিমগঞ্জ-হাওড়া লাইন থেকে তুলে নেয়ার খবর ফরাক্কা, ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, রঘুনাথগঞ্জ জঙ্গিপুরের মানুষকে বিশেষভাবে হতাশ করে । এর প্রেক্ষিতে জেলা পরিষদের কংগ্রেস সদস্য মহঃ আখরুজ্জামান গত ২০ ডিসেম্বর '০৬ জঙ্গিপুরের সাংসদ প্রণব মুখার্জীর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করেন (শেষ পৃষ্ঠায়)

আম বাগান কেটে সাফ প্রশাসন ঘুমুচ্ছে

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জোতকমল গ্রাম পঞ্চায়েতের বাহুরা মৌজার একটি আম বাগানের বড় বড় গাছ প্রকাশ্যে কেটে বিক্রী করা হচ্ছে । অনুসন্ধানে জানা যায়, গত ১৬ ডিসেম্বর ঐ এলাকার জনৈক লাল্টু ব্যানার্জীর নেতৃত্বে সাতটি বিশাল আম গাছ (শেষ পৃষ্ঠায়)

ইউবিআই-এ দুষ্কৃতির প্রবেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের জোতকমল ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে গত ২০ ডিসেম্বর রাতে দুষ্কৃতীরা ঢোকে । জলের পাইপ বেয়ে ওপরে উঠে পর পর কয়েকটি তালা ভেঙে নীচে নামে । শেষে ভল্ট ভাঙার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে নাকি পালিয়ে যায় । পরদিন জঙ্গিপুর ফাঁড়ির পুলিশ খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় । এখন পর্যন্ত কেউ ধরা পড়েনি । উল্লেখ্য, এই ব্যাঙ্কে কোন নাইট গার্ডের ব্যবস্থা নেই ।

স্বর্ণচরী, বালুচরী, আরিষ্টিচ, কাঁথাষ্টিচ, গরদ, জামদানী, জ্যাকার্ড, মুর্শিদাবাদ সিল্ক শাড়ী, কালার থান, ড্রেস পিস পাইকারী ও খুচরো বিক্রী করা হয় । পরীক্ষা প্রার্থনীয় ।
মির্জাপুরের ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান গৌতম মনিয়া
ষ্টেট ব্যাঙ্কের পাশে (মির্জাপুর প্রাইমারী স্কুলের উল্টোদিকে)
মির্জাপুর, পোঃ গনকর (মুর্শিদাবাদ) ফোন : ২৬২০৪১/২৬২১৭৬, মোবাইল ৯৪৩৪০০০৭৬৪

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১১ই পৌষ বুধবার, ১৪১৩ সাল।

আত্মঘাতী হাতিয়ার বন্‌ধ

রাজনৈতিক নেতাদের মতবিরোধ ঘটিলেই মোক্ষম হাতিয়ার হিসাবে বন্‌ধ বা হরতাল ডাকিয়া জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলার রীতি পদ্ধতি বন্ধ্যা রাজনীতির পরিচায়ক। রাজনীতির এই ঘূর্ণাবর্তে পড়িয়া সাধারণ মানুষ নাকানি-চুবানি খাইয়া থাকে। জীবন ও জীবিকা বেহাল হইয়া পড়ে। রাজনৈতিক নেতাদের আপন আপন মতাদর্শকে একরকম জোর করিয়া জনসাধারণের কাঁধে চাপাইয়া দিয়া পক্ষ বা বিপক্ষের কেহ সন্তোষ কেহ অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যখন তখন কারণে অকারণে তাহাদের বন্ধ্যা পদ্ধতির এই বিপজ্জনক কলাকৌশল রাজ্যের মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবন-যাত্রাকে ব্যাহত এবং বিড়ম্বিত করিয়া তোলে। এই জাতীয় বন্‌ধ বা হরতাল শুধু কর্মনাশাই নহে, সর্বনাশাও বটে।

অবশ্য এই রাজ্যে বন্‌ধ সংস্কৃতির ঐতিহ্য অনেক দিনের পুরানো। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে তাহার ধার ভোঁতা হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া অনেকেই মনে করিতেছেন। বন্‌ধের বন্ধ্যা রাজনীতিকে হাতিয়ার করিয়া সম্প্রতি অনশনরতা তৃণমূল নেত্রী হঠাৎ দুম্‌ করিয়া ৪৮ ঘন্টা বন্‌ধ ডাকিয়া বসিয়াছিলেন। সংবাদ বলে ৪০ বছর পূর্বেও বামেরা এই জাতীয় ৪৮ ঘন্টা বন্‌ধের ডাক দিয়াছিল। এই জাতীয় বন্‌ধে জনজীবনে যে অপরিমেয় দুর্গতি ও দুর্ভোগ ঘটিতে পারে তাহা রাজনীতির নেতৃত্ব একবারও ভাবিয়া দেখেন না। অথচ কথায় কথায় তাহারা সব সময় বলিয়া থাকেন তাহারা আম জনতার বৃহত্তর স্বার্থেই ঐ সংস্কৃতি ঘষামাজা করিয়া থাকেন। সম্প্রতি সিঙ্গুর প্রশ্নে তৃণমূল নেত্রী এই বন্‌ধ আহ্বান করিয়াছিলেন। তবে যাহাই হউক, পরে যে কারণে তাহা প্রত্যাহার না করিলেও স্থগিত রাখিয়াছেন। তাহার পরিণত এই সিদ্ধান্তকে জনগণ স্বাগত জানাইয়াছেন এবং রাজ্যবাসী এই বস্তাপচা কর্ম সংস্কৃতির কোপ হইতে আপাতঃ রক্ষা পাইয়া স্বস্তি বোধ করিতেছে।

রাজ্যে কৃষি বাঁচিবে না শিল্প গড়িয়া উঠিবে তাহা লইয়া মত ও অমতের চাপান-উতোর চলিতেছে। কোন পক্ষই মতাদর্শের এক ইঞ্চি জমি ছাড়িতে চাহিতেছে না এমত বোধ হইতেছে। মতদর্শগত বিরোধ থাকিতেই পারে। তাই বলিয়া ~~তাহাকে প্রতিষ্ঠিত~~ করিবার জন্য বন্‌ধের মত হাতিয়ার ব্যবহার করিয়া জনজীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া তোলা ঠিক নহে। অবশ্য এই জাতীয় হাতিয়ারের ব্যবহার বিরোধী রাজনীতির একটা অঙ্গ হিসাবে চিহ্নিত।

ভারতের অন্যান্য রাজ্যেও মতাদর্শগত বিরোধ, বিরোধীতা হয় তবে তাহা বলিয়া হঠকারী বন্‌ধ ডাকিয়া বসে না বলিয়া শোনা যায়। বন্‌ধ ডাকিয়া কি জনসমর্থন আদায় করা যায়? ইহা এক প্রকার রাজনৈতিক তামাসা বলিয়া কেহ কেহ মনে করেন। তৃণমূলের বন্‌ধ ঘোষণার আগে দুইটি বন্‌ধ এই রাজ্যে হইয়া গিয়াছে। আবার যদি তৃণমূলের ঘোষিত বন্‌ধ পালিত হইত তবে জনসাধারণের বিশেষ করিয়া যাহারা দিন আনে দিন খায় তাহাদের কি নিদারুণ দুর্গতি হইত তাহা বলিয়া বোঝানো যায় না। বন্‌ধকে যদি সব সময় প্রতিবাদের ভাষা বা হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে তাহার গুরুত্ব হ্রাস পাইতে বাধ্য। ইহা দলের পক্ষেও আত্মঘাতী তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে বন্‌ধ সংস্কৃতি আপাততঃ বন্ধ রাখাই বাঞ্ছনীয়। রাজ্যের মানুষ তাহা চাহে না। আম জনতাকে লইয়া যাহাদের কারবার সেই আম জনতার হয়রানি, নাকানি-চোবানি মোটেই সমর্থনযোগ্য নয়, অভিপ্রেতও নয়। সুতরাং বন্‌ধ স্থগিত না হইয়া বন্ধ হইয়া যাউক—সকলেরই ইহা কাম্য।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

প্যারাটিচার নিয়োগ প্রসঙ্গে

আপনার ২২ নভেম্বর '০৬ এর পত্রিকায় সাদিকপুর বি কে হাই স্কুলে প্যারাটিচার নিয়োগ সম্পর্কে যে সংবাদ পরিবেশিত হয় সে সম্পর্কে স্কুলের পক্ষ থেকে জানাই যে, ১) সংবাদটি পত্রিকা সম্পাদককে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে ভুল বোঝানো হয়েছে। ২) প্যারাটিচার নিয়োগের সরকারি শর্তাবলীর মধ্যে ৬নং ক্রমিকে উল্লেখ করা আছে যে 'সংশ্লিষ্ট বিষয়ে স্নাতক স্তরে অন্ততঃপক্ষে ৩০০ নম্বরের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। ৩) পুরুষদের জন্য সংরক্ষিত অংক বিষয়ে সঞ্জয়কুমার দাস ৩০০ নম্বরের পরীক্ষায় সর্বোচ্চ পাওয়ায় (অবশ্যই মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ফলাফলসহ) স্কুল কর্তৃপক্ষ তাকে প্যানেলে ১ম স্থানে রাখে। ৪) শরৎচন্দ্র দাস অংক বিষয়ে ২০০ নম্বরের পরীক্ষা দেওয়া সত্ত্বেও ভুলক্রমে তাকে প্যানেলের দ্বিতীয় স্থানে রাখা হয়, যাহা স্কুল কর্তৃপক্ষ অনুচিত কাজ হয়েছে বলে মনে করে। ৫) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স বা এম এ হলে কোন আবেদনকারী অতিরিক্ত ৫ নম্বর পেতে পারে। ৬) এ ক্ষেত্রে শরৎচন্দ্র দাসের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অনার্স নাই। এমতাবস্থায় জেলা কর্তৃপক্ষর কাছে স্কুলের প্যানেল যাওয়ার পর অংক বিষয়ে সরকারী নির্দেশ সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে উদ্দেশ্য-প্রণোদিতভাবে শরৎচন্দ্র দাসকে নিয়োগপত্র দিতে স্কুলকে নির্দেশ দেয়। স্কুল কর্তৃপক্ষ সরকারী আদেশ মানতে বাধ্য, সে-কারণে কর্তৃপক্ষকে বারবার সরকারী নির্দেশ অমান্য করে শরৎচন্দ্র দাসকে কেন নিয়োগপত্র দেওয়া হবে জানাতে অনুরোধ করলেও আজ পর্যন্ত কোনপ্রকার সদুত্তর ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষ দেননি। সেকারণে শরৎচন্দ্র দাসকে স্কুল নিয়োগপত্র দেয়নি। এর ফলে তাদের এই নির্দেশকেই সরকারী আদেশ লঙ্ঘনের বিষয় বলে স্কুলকে সরকারী অনুদান বন্ধের ব্যবস্থা করছেন বলে জানা যাচ্ছে এবং স্কুল একটি চক্রান্তের শিকার হতে চলেছে বলে মনে হচ্ছে।

ব্রজেন্দ্রনাথ দাস, সেক্রেটারী
সাদিকপুর বি কে হাই স্কুল

হৈমন্তিকা

শীলভদ্র সান্যাল

বেশ নাম মেয়েটির। হৈমন্তিকা।
মাঠে-মাঠে ঝ'রে পড়া শিশিরে-শিশিরে
লেগে আছে সকালের স্বপ্ন কুহেলিকা
আল-পথ ধ'রে একা দাঁড়াল সে ধীরে।

সবে ভোর। চারিদিক তখনও নিঝুম।
দূরে কোথা একটি দোয়েল দেয় শিস
চোখে তার আধখানি ঘুম!
কাছে এসে মৃদু হেসে ধান্যের শিষ

তুলে দিল আমার দু' হাতে,
সহজ লাবণ্যে ভরা। প্রসাধন নেই।
সবুজ ধানের গুচ্ছ; মিহি কুয়াশাতে
মনে হয় হেমন্ত-লক্ষ্মী বুঝি সেই!

লজ্জা জড়ানো পায়ে এই কান্তিকে
পথ তার দূর্বা আর ধানে
ভরে আছে। প্রকৃতির চরণান্তিকে
গন্ধ রটে যায় অঘ্রাণে।

মাঠ জুড়ে এখনও সেখানে আছে পড়ে
জলের আক্রোশের নগ্ন-স্বাক্ষর
তারই মধ্যে বুনে গেছে সে যে অগোচরে
সবুজের নকসা-কাটা একখানা হিমের চাদর

আমায় আলতো ছোঁয়া দিয়ে
কোথায় হারাল কমলিকা!
শিউলির গন্ধ খানি খোঁপায় জড়িয়ে
আল-পথে মিশে গেল হৈমন্তিকা॥

বছর শেষের সালতামামি

সাধন দাস

সময় যেন বহতা নদী। কোথাও তার কমা পূর্ণছেদ নেই। ঘটনার ঢেউ উঠছে, পড়ছে ভাঙছে অবিরত। মহাকালের নিরীখে সে সবের কোন মূল্যও নেই হয়তো। অথচ আমরা নশ্বর মানুষেরা তো খন্ডকালের মধ্যেই বাস করি। পৃথিবীর সৌর-আবর্তনের মানদন্ডে মহাকালকে আমরা ভেঙে ভেঙে টুকরো করেছি। বছর দিয়ে ছ'কে নিয়েছি আমাদের আয়ুর সীমানা। একটি বছর তাই আমাদের জীবনে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বেলা-শেষের ম্লান আলোয় খাতা খুলে তাই প্রতিবছর মেলাতে বসি লাভক্ষতির খতিয়ান।

আমাদের জীবনবৃক্ষের শাখা থেকে ঝরে গেল আরো একটি পাতা। পত্রবিরল হেমন্তের অপরাহ্নে কেবলই মনে হয়—'কী পাইনি তারি হিসাব মিলাতে মন মোর নহে রাজি / আজ হৃদয়ের ছায়াতে আলোতে বাঁশরি উঠেছে বাজি।' তবু একেকবার পেছন ফিরে দেখতে ইচ্ছে করে—কেমন কাটলো ২০০৬ !! কী হারিয়েছি আর বিনিময়ে সঞ্চয়ের ঝুলি ভরেছে কোন্ মাধুকরীতে! আমদের সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীও বুড়ো হয়েছে আরেকটু, ওজোনের স্তরে ফুটো হয়েছে আরো খানিকটা, সেখান দিয়ে আরো বেশি 'আলট্রা-ভায়োলেট' ঢুকে পড়ছে হু হু করে, গ্লোবাল ওয়ার্মিং এর ফলে মেরুর বরফ গলে সমুদ্রের জলস্তর বেড়েছে আরেক ইঞ্চি আর পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়েছে আরো কয়েক কোটি। খনিজ তেল ও কয়লার ভান্ডারও নিঃশেষ হয়েছে আরো বিপুল পরিমাণ। সভ্যতার জৌলুস রক্ষা করতে হেক্টর হেক্টর বনভূমি উধাও

২০০৬ এ বহু খ্যাতিমান ব্যক্তিকে হারিয়েছি আমরা। সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়, নাদিরা, হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ চলচ্চিত্র-ব্যক্তিত্ব আমাদের ছেড়ে গেছেন। রাজনীতির জগৎ থেকে বিদায় নিয়েছেন অনিল বিশ্বাস, এ বি এ গনি খান চৌধুরী, ফুলরেণু গুহ, প্রমোদ মহাজন। যিনি এক-সময় হিন্দী ছবির গানের ভুবন ভরিয়ে রেখেছিলেন সেই সঙ্গীত সম্রাট নৌসাদ স্তব্ধ হয়ে গেছেন এ বছরই। যার মাঙ্গলিক সানাই এর সুরে প্রতিদিন ঘুম ভাঙে, সেই বিসমিল্লা খান নিজেই চিরঘুমে ঘুমিয়ে পড়েছেন এবছর। চলে গেলেন কবি শামসুর রাহমান, বুদ্ধদেব বসুর সহধর্মিণী সাহিত্যিক প্রতিভা বসু।

পশ্চিমবঙ্গে এবছর হল ১৪শ বিধানসভা নির্বাচন। বিপুল গরিষ্ঠতা পেয়ে সপ্তমবার বামফ্রন্ট দখল করলো মহাকরণ। এবছরই হয়ে গেল বিশ্বকাপ ফুটবল জার্মানীতে আর ৯ই জুলাই ফ্রান্সকে হারিয়ে ইটালি হল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। মার্চে কমনওয়েলথ গেমস-এ ভারোত্তোলনে সোনা ছিনিয়ে আনলেন কুঞ্জরাণী। টেবিলটেনিসে ভারতসেরা হল শুভজিৎ ও মৌমা। এবারই বার্ড ফ্লু-র আতঙ্কে ভুগেছে গোটা বিশ্বের সঙ্গে ভারতও। ডেঙ্গু আর চিকনগুনিয়ার আক্রমণ এখনো অব্যাহত।

২০০৬-এ রবীন্দ্রপুরস্কার পেলেন আলোক সরকার ও তরুণ সান্যাল। পাশাপাশি বুকারজয়ী অরুন্ধতী রায় প্রত্যাখ্যান করেছেন সাহিত্য অ্যাকাডেমি। বিশ্বের বুকে আরেক বাঙালী বাংলাদেশের মহম্মদ ইউনুস গ্রামীণ ব্যাঙ্কে বিপ্লব ঘটিয়ে ছিনিয়ে আনলেন আন্তর্জাতিক খেতাব নোবেল শান্তি। বুকার পেলেন কিরণ দেশাই। আমাদের বলিউড সম্রাট বিগ বি অমিতাভ বচ্চনের মুকুটে সংযোজিত হল আরো একটি পালক—ফ্রান্সের সর্বোচ্চ সম্মান 'লিজিয়ন অব অনার'।

এবছরই ষ্টেশনের নাম হল কোলকাতা, মিডিয়ার দৌলতে মৃত্যুঞ্জয়ী শিশুটির নাম হল প্রিন্স।

দ্বিতীয় জঙ্গিপুর বইমেলা কমিটির প্রারম্ভিক সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ এর ১২-১৯ সাম্ভাব্য ৬/৭ দিনের সময় ধরে দ্বিতীয় বছরের জঙ্গিপুর বইমেলা কমিটির প্রস্তুতি সভা হয়ে গেল স্থানীয় রবীন্দ্রভবন মঞ্চে গত ২৩ ডিসেম্বর '০৬। সভাপতি ছিলেন পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য্য। বইমেলা কমিটির আহ্বায়ক সোমনাথ সিংহরায় গত বইমেলার হিসেব পড়ে শোনান। মোট আয় ১,৯৯,৮৭৫-০০ থেকে খরচ ১,৬৪, ৭৫৮-০০ বাদ দিয়ে উদ্বৃত্ত ৩৫,১১৭-০০ টাকা ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে বলে জানানো হয়। প্রয়োজনে সংযোজনের ব্যবস্থা রেখে সামগ্রিকভাবে গত বছরের সমস্ত সাব কমিটি অপরিবর্তিত রাখা হয়। বইমেলা সামগ্রিকভাবে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য এখন থেকেই সকলকে কাজ শুরু করতে সচেষ্ট হতে আহ্বান জানানো হয়।

জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের ১৮তম ইন্সটালেশন সেরিমনি

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের ১৮তম ইন্সটলেশন সেরিমনি হয়ে গেল তাদেরই গোপালনগরের নিজস্ব আই হসপিটালে গত ২১ ডিসেম্বর। ঝিলিক দত্তর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মধ্যে অনুষ্ঠানের সূচনা। প্রধান অতিথি ছিলেন ডি জি মোতি মানত, ভি ডি জি তিলক রাজগরিয়া প্রমুখ সংস্থার বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ। অতিথি বরণ এবং অভ্যাগতদের পরিচিতি পর্বের সাথে ছিল ক্লাব সভাপতির স্বাগত ভাষণ। সম্পাদক তার বার্ষিক প্রতিবেদনে সংস্থার বিভিন্ন সেবামূলক কাজের অগ্রগতির কথা তুলে ধরেন। ডি জি এবং ভি ডি জি জঙ্গিপুর লায়ন্স ক্লাবের কাজের যথাযথ ধারাবাহিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং বেস্ট নিউ পাম নেন্ট প্রোজেক্ট হিসেবে এদের স্বীকৃতির কথা জানান। ফেলোশিপ এবং সেবার আদর্শে ব্রতী হয়ে ক্লাব সদস্যদের সমাজ সেবার দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। নবাগত সভাপতি শঙ্খনাথ চ্যাটার্জীর হাতে দায়িত্বভার তুলে দিলেন বিদায়ী সভাপতি নন্দকিশোর মুন্দ্রা। মূল অনুষ্ঠান শর্ব শেষে একান্ত ঘরোয়া পরিবেশে উপস্থিত অভ্যাগতরা গান, বাজনা, আবৃত্তির মধ্যে দিয়ে শ্রোতাদের উপহার দিলেন আনন্দঘন এক সন্ধ্যা।

আমাদের প্রচুর ষ্টক—তাই মাঘ-ফাল্গুনের বিয়ের কার্ড পছন্দ করে নিতে সরাসরি চলে আসুন।

॥ নিউ কার্ডস ফেয়ার ॥

(দাদাঠাকুর প্রেস)

রঘুনাথগঞ্জ (ফোন ঃ ২৬৬২২৮)

দুঃখের ঘটনাও এবছর কম ঘটেনি। ১৪০০ যাত্রী নিয়ে লোহিত সাগরে ডুবে গেল মিশরীয় জাহাজ, মুম্বই এর মাহিম ষ্টেশনে বোমা বিস্ফোরণে হারিয়ে গেল কয়েকশো তাজা প্রাণ। চীনে হল ভয়ঙ্কর টাইফুন, জাভায় মর্মান্তিক ভূমিকম্প, গার্ডেনরিচের খাদানে ডুবে মরল অগুণতি শ্রমিক। ইন্দোনেশিয়ায় আবার একটা ছোট শুনামি হয়ে গেছে এবছর। মুর্শিদাবাদ ও বীরভূমের বিস্তীর্ণ এলাকা ভেসে গেছে বন্যার জলে। পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডিতে ট্রেকিং এ গিয়ে হঠাৎ-বানে ভেসে গেছে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাতী-শুভঙ্কর। সল্টলেকের ডাক্তার জয়ন্ত ঘোষকে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে মুর্শিদাবাদের নদীর চরে। গৃহশিক্ষকের চক্রান্তে খুন হয়ে গেছে ছোট্ট শুভম।

তবু বাঁই বাঁই করে পাক খাচ্ছে পৃথিবী। পাওয়া না পাওয়ার এই হিসাবের খাতা একদিন ধুলায় ধুসরিত হবে।

দ্বারের কাছে নিঃশ্বাস ফেলছে ২০০৭।

বিক্ষোভ মিছিলে মহিলার ঢেউ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কর বৃদ্ধির চেষ্টা, বিড়ির লেবেলে ক্রমান্বয়ে কঙ্কালের মুখ, জোড়া হাড়সহ শ্মশান যাত্রীর মরদেহ, শিশু মৃত্যুর ছবি ইত্যাদি ছাপানোর অপচেষ্টার প্রতিবাদে ও বিড়ি শিল্পকে বাঁচাতে বাধ্য হয়ে তারা এই আন্দোলনে নেমেছেন বলে খবর। এইসব নির্দেশিকা মেনে বিড়ি শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখা এককথায় অসম্ভব। এছাড়া ভ্যাট আইন প্রয়োগে প্রতি হাজার বিড়ির দাম একধাপে ২০ - ২৫ টাকা বাড়বে। যা বহন করার ক্ষমতা এই শিল্পের আর নেই। বিড়ি শিল্পে বর্তমানে হাজার প্রতি ডিউটি সর্বমোট ১২ - ২৪ টাকা। বিড়ি শিল্প চিরকালই হাতে তৈরী কুটীর শিল্প বলে স্বীকৃত। সামান্য অজুহাতে, লেবেল মেসিনে ছাপানো হয়—তাই বিড়ির ওপর সিগারেটের মত মেসিন মেডের আওতায় ফেলে কর ধার্য্য করতে উঠে পড়ে লেগেছে অর্থ দপ্তরের আমলা-দের একাংশ। এ শিল্প বন্ধ হলে শুধু বিড়ি শ্রমিক নয়—তামাক, কেন্দুপাতা ও বিড়ি অধ্যুষিত সমস্ত জেলার অর্থনীতি অচল হয়ে পড়বে। বিড়ি শিল্প ও শিল্পীদের বাঁচাতে (১) বিড়ির জন্য টোব্যাকো কন্ট্রোল অ্যাক্ট ও রুলসের প্রয়োজনীয় ও বাস্তবসম্মত সংশোধন (২) ভ্যাট প্রত্যাহৃত (৩) শ্রমিকদের হাতে বাঁধা বিড়িকে 'মেসিন মেডের' তালিকা ভুক্তিকরণ এখনই বাতিল করা (৪) শিল্পের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সমস্ত শ্রমজীবীদের বিকল্প কাজের ব্যবস্থা না করে শিল্পের শ্বাসরোধ করা বন্ধ। এ প্রসঙ্গে আরো জানা যায়—প্রধান মন্ত্রী থেকে মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত চরমপত্র দেওয়া হলেও কোন ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তাই আজ আবার এইসব একগুচ্ছ দাবী জমা দিলেন মহকুমা শাসকের দপ্তরে জেলা ফেডারেশন অফ বিড়ি লিভস এন্ড টোব্যাকো মার্চেন্টের সভাপতি অরুণ চৌধুরী এবং সংগঠনের জঙ্গিপুর মহকুমার সভাপতি রামঅবতার সিংহ সমেত কয়েকজন নেতা। বিড়ি শিল্পের উপর নতুন আইন প্রয়োগের যে অপচেষ্টা চলছে তা বন্ধ করতে বিভিন্ন বিড়ি মালিক ও শ্রমিক সংগঠন বাধ্য হয়ে পথে নেমেছে। বিড়ি মালিক ও সংগঠনের আশা কেন্দ্রীয় স্তরে এর সমাধানের পথ মিলবে। নচেৎ তারা বাধ্য হয়েই আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন।

কাজের লোক চাই প্রতিষ্ঠিত ফার্মের জন্য

হায়ার সেকেন্ডারী, বি-এসসি এবং বি-কম পাস, সাইকেল ও মোটর সাইকেলে রপ্ত তিনজন কাজের লোক প্রয়োজন। কমপিউটার জানা প্রার্থী বিশেষ অগ্রাধিকার পাবেন। বয়স অনূর্দ্ধ ৩০।

যোগাযোগ— মোবাইল ঃ ৯৪৩৪০০০৬৪৭

১৫ বছর পর

রোহিণী কবিরাজের নিজস্ব পদ্ধতিতে

বিশুদ্ধভাবে প্রস্তুত

চ্যবনপ্রাশ

আবার পাওয়া যাচ্ছে

প্রাপ্তিস্থান ঃ

ব্রজশশী আয়ুর্বেদ ভবন

রঘুনাথগঞ্জ আদালত কোর্টের মোড়

ভবিষ্যৎ গড়ার মহড়া চলছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

সুভাষচন্দ্র কোথায় জন্মগ্রহণ করেন ? ছাপা হবে ভ্যালেন্তিনা তেরনকোভা কোন দেশে জন্মগ্রহণ করেন ? ৩য় শ্রেণীর ইতিহাসের একটা প্রশ্ন পুরোপুরি ভুল। ৩নং প্রশ্নের 'ক' অংশে বাস এর পরিবর্তে বাসন হবে, বামদিকের স্তম্ভে 'ছ' এর পরে 'জ' অংশে পাথরের অস্ত্রের জায়গায় ধাতুর অস্ত্র যোগ হবে। ডান-দিকের স্তম্ভে 'জ' অংশে এক একটি গোষ্ঠী যোগ হবে। ঐ শ্রেণীর প্রকৃতি বিজ্ঞানের ১নং প্রশ্নের 'ঝ' অংশে চাঁদ — দিকে ওঠে এর পরিবর্তে চাঁদ পৃথিবীর একটি — হবে। গণিত, ইংরাজী, ভূগোল বিষয়েই এই ধরনের ভুরি ভুরি ভুল দেখা যায়।

এই লাইনেই চলবে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবং জঙ্গিপুর মহকুমার মানুষের অসুবিধার কথা তাঁকে সবিস্তারে জানান। প্রণববাবু ঐ দিনই রেলমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। জনশতাব্দী এক্সপ্রেস মালদা-হাওড়া লাইন থেকে উঠে গেলে তাঁর নির্বাচন এলাকার মানুষের অসুবিধার কথা রেলমন্ত্রীকে জানান ও ট্রেনটি চালু রাখার অনুরোধ করেন। আগের মতই জনশতাব্দী চলবে বলে লালুপ্রসাদ প্রণববাবুকে আশ্বাস দেন। মহঃ আখরুজ্জামান এই খবর আনাদের জানান। অন্যদিকে ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশনের রঘুনাথগঞ্জ লোকাল কমিটির পক্ষে দেবাশিস ব্যানার্জী জানান, মালদা-হাওড়া লাইনে জনশতাব্দী এক্সপ্রেস ২৭ ডিসেম্বর থেকে রেল মন্ত্রক তুলে নেবার সিদ্ধান্ত নেয়। এর প্রতিবাদে ও ট্রেনটি চালু রাখতে ২৫ ডিসেম্বর ডি ওয়াই এফ আই-এর পক্ষ থেকে জঙ্গিপুর রোড ষ্টেশন ম্যানেজারের কাছে ডেপুটেশন ও সকাল ৬-৩০ থেকে ৮টা পর্যন্ত ষ্টেশনে বিক্ষোভ সমাবেশ পালিত হয়।

প্রশাসন ঘুমুচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

কাটা হয়। যার দাম এক লক্ষ টাকার ওপর। এ ব্যাপারে স্থানীয় বি এল এন্ড এল আর ও বা ফরেস্ট অফিসার রহস্যজনকভাবে চুপ। রঘুনাথগঞ্জ থানায় গত ২৫ ডিসেম্বর '০৬ অভিযোগ করা হয় (কেস নং ১৩৪৫)। মহকুমা শাসককেও ঘটনাটা জানানো হয়েছে। কিন্তু কোন উপযুক্ত ব্যবস্থা এখন পর্যন্ত নেয়া হয়নি বা কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

চরের ফসল কাটা বন্ধ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বি ডি ও, বি এল আর ও, এস ডি এল আর ও, সীমান্ত রক্ষী বাহিনী, ফসল বাঁচাও কমিটি এবং ঘোষদের নিয়ে এক সভা হয়। তাতে ঠিক হয় এস ডি এল আর ও এবং রঘুনাথগঞ্জ-২ এর বি এল আর ও চর এলাকার জমির সমস্ত কাগজপত্র দেখে সীমানা নির্দ্ধারণ করে দেবেন। এরপর প্রকৃত মালিক বা খাস জমির ভাগচাষীরা ফসল কাটবে। ২৭ ডিসেম্বর থেকে এই কাজ শুরু হবে। এধারে সেকেন্দ্রার ঘোষেরা একটা গন্ডগোল পাকানোর চেষ্টায় আছে। গত রবিবার বিকেলে মিঠিপুরের ষষ্ঠীতলায় জনৈক ভাগচাষী অরুণ সিংহরায়কে জীতু ঘোষের নেতৃত্বে অযথা কলাই কাটার অপবাদে মারধোর করা হয়। এই ঘটনা রঘুনাথগঞ্জ থানায় ডায়েরীভুক্ত করা হয়েছে।

দু'জন কর্মী প্রয়োজন

ইট ভাটায় থেকে কাজ দেখাশোনার জন্য দু'জন কর্মঠ যুবক প্রয়োজন।

যোগাযোগ ঃ M 9434064231

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে স্বত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।